এগার সূরা
সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী

১। সূরা ফাতেহা

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহর জন্য (যিনি) বিশেষ মনোজগতের রব (বা বিশেষ আলম সমূহের রব),

১— اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

২। (যিনি) আর রহমান, আর রহিম,

২— الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ

৩। ধর্মের কালের রাজা।

৩— مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۗ

৪। (অতএব) আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই মোস্তানী সাহায্য আমরা চাই।

৪— اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۗ

৫। আমাদিগকে মোস্তাকীমের পথে পরিচালিত কর,

৫— اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ

৬। তাহাদিগের পথে যাহাদিগের উপরে তুমি নেয়ামত দান করিয়াছ,

৬— صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

৭। তাহাদের (পথ) ব্যতীত যাহাদের উপর গজব পড়িয়াছে এবং সদা ভ্রান্ত (পথে) রহিয়াছে।

৭— غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۗ

শব্দার্থ

আল্ হাম্‌দ= অর্থ প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা, বিশেষ বা বিশিষ্ট প্রশংসা।

রব= অর্থ লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী, সম্যক গুরু।

আল্ আলামীন= অর্থ বিশেষ জগতসমূহ অর্থাৎ মনোজগতসমূহ। এখানে বিশেষভাবে জিন এবং ইনসানের মনোজগতকে বুঝাইতেছেন।

রাব্বুল আলামীন= অর্থ আলেমগণের তথা জ্ঞাণীগণের গুরু।

আর রহমান= অর্থাৎ দয়ালদাতা শিক্ষাগুরু যিনি পরোক্ষভাবে মুক্তির সর্বজনীন শিক্ষাদাতা, যাহাকে এখনও প্রত্যক্ষভাবে পরম গুরুরূপে চেনা যায় নাই।

আর রহিম=অর্থাৎ দয়াল দাতা পরম শিক্ষাগুরু যিনি আত্মপরিচয় দান করিয়া প্রত্যক্ষভাবে মূর্ত দয়ালরূপে ভক্তজনকে শিক্ষাদীক্ষা দান করেন তিনি রহিম। মোমিনের নিকট তিনি রহিমরূপে পরিচিত আর আমানুর নিকট রহমান রূপে।

ইয়াওমুদ্দিন= অর্থ বিশেষ প্রকার ধর্মের কাল বা সময়। সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার পথে যে-সকল ধর্ম দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি রূপে মানব মস্তিষ্কে আগমন করে তাহার প্রত্যেকটির সঙ্গে একটা কাল বা সময় জড়িত থাকে ইহাকেই বলা হয় ইয়াওমুদ্দিন বা ধর্মের কাল।

দ্বীন= অর্থ ধর্ম। ইন্দ্রিয় পথে আগমনকারী সকল বিষয়বস্তুকে যেমন ধর্ম বলা হইয়াছে, তেমনই আবার কোন মহাপুরুষের দেওয়া জীবন বিধানকেও ধর্ম বলা হইয়াছে। প্রথমোক্ত অর্থেই ইহার ব্যবহার বেশী হইয়াছে।

যাহাকে জীবন বিধান বলা হয় তাহাও ধর্মরাশির প্রতি আচরণবিধির বর্ণনা ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

নাস্‌তাঈন= অর্থ আমরা মোস্তানী সাহায্য চাই। "মোস্তান" অর্থ মুক্তিপ্রাপ্ত মহাপুরুষ যিনি সম্মুখস্থ বাধা-বিপত্তি হইতে ভক্তগণকে উদ্ধারের সাহায্য করিয়া থাকেন। আল্লাহর এক নাম মোস্তান। কামেল মোর্শেদের সাহায্য ব্যতীত মানুষ মুক্তি অর্জন করিতে পারে না। যে সম্যক গুরুর নিকট মুক্তির সাহায্য প্রার্থনা করা হয় তাঁহাকে মোস্তান বলে।

মোস্তাকীম=Up right, sincere, honest, persevering, firm. ধীর, স্থির, অচঞ্চল, শুদ্ধ, সরল, দৃঢ়। এস্তেকামাত হইতে মোস্তাকীম। "এস্তেকামাত" অর্থ ধীরতা, স্থিরতা, অচঞ্চলতা, সরলতা, দৃঢ়তা ইত্যাদি। যিনি

এই গুণে গুণী তিনি "মোস্তাকীম" এবং তাঁর অনুসৃত পথ সিরাতাল মোস্তাকীম। মনের এই পথ সহজ নয় সরলও নয়। বরং ইহা গভীরভাবে সালাত ও জাকাত কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ধীরতা ও দৃঢ়তা অবলম্বনের একটি জটিল পথ।

সিরাতাল মোস্তাকীম = মোহমুক্ত দৃঢ় পথ, যে পথে মন বিষয় মোহে চঞ্চল হইয়া উঠে না। সেইরূপ সাধক ব্যক্তির পথ যিনি ধীর স্থির হইয়াছেন, তথা মোমিন ব্যক্তির পথ। মোমিন ব্যক্তির নির্ধারিত জীবন পদ্ধতি ব্যতীত অন্য সকল প্রকার জীবন পদ্ধতি বক্র পথ।

এক কথায় "সেরাতুম্ মোস্তাকীম" হইল পরিসিদ্ধ সাধকের মানসিক ভ্রমণ পথ বা কামেল মহাপুরুষের পথ, তথা উচ্চ পর্যায়ের মোমিন ব্যক্তির মানসিক গতিপথ। এহেন মোমিন ব্যক্তির মন হইতে বিষয় মোহ উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভাল হোক বা মন্দ হোক কোন একটি বিষয়ের প্রতিও তাঁহার কোনরূপ চাঞ্চল্যকর আকর্ষণ নাই। তিনি পরিপূর্ণভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ, সামাদ। মনের এই পরিশুদ্ধ পথ সকল পর্যায়ের সাধকের জন্য একটি মহান আদর্শরূপে উপস্থাপন করা হইয়াছে/স্থাপন করা হইয়াছে।

সূরা ফাতেহা ব্যাখ্যা

১। আল্লাহ হইলেন "রাব্বুল আলামীন" অর্থাৎ বিশেষ প্রকার মনোজগতসমূহের জন্য পথ-প্রদর্শক জগতগুরু। অতএব, প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি "রাব্বুল আলামীন" তথা বিশ্বময় বিশিষ্ট মনোজগতের জন্য বিশ্বগুরু রূপে বিরাজমান। সাধারণ মানুষের প্রশংসা প্রতিষ্ঠিত নয়, সাময়িক। মৃত্যু দ্বারা তাহা চরিত্র হইতে বিলীন হইয়া যায়। দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে সম্যক গুরু হইতে তাঁহারই সহায়তায় সেই স্থায়ী প্রশংসা মানুষের

অর্জনীয় বিষয়। রবের গুণে গুণান্বিত হওয়া ব্যতীত সৃষ্টির দুঃখকর বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের কোন বিকল্প নাই।

২। সম্যক গুরুর দুইটি রূপ একটি রহমান, অপরটি রহিম। যদিও উভয় শব্দের অর্থ দয়াল-দাতা। কিন্তু গুরুভক্ত শিষ্যের নিকট তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বজনীনভাবে পরোক্ষ মুক্তির শিক্ষাদাতা রহমান। রহমানের শিক্ষা দ্বারাই ইনসান তৈয়ারী হইয়া থাকে (৫৫ঃ ১-৪)।

গুরুভক্ত সাধারণ শিষ্যের কাছে তিনি রহমান হইলেও গুরুর শিক্ষা পালন করিয়া শিষ্য যখন কামালিয়াত অর্জন করিয়া মোমিন হইয়া যান তখন তিনি তাহার রবরূপী সম্যক গুরুকে পরম প্রত্যক্ষ রহিমরূপী মুক্তি দাতারূপে লাভ করেন এবং বিশ্বময় সেই রবের মহান শান উপলব্ধি করিতে পারেন। তাই কোরানে উল্লিখিত আছে "বিল মোমেনীনা রাউফুর রাহিম" অর্থাৎ মোমিনের সহিত তিনি দয়া বিগলিত রহিম (৯ ঃ ১২৮)।

মোমিন অবস্থায় গুরুভক্ত শিষ্যের নিকট তাঁহার সম্যক গুরু শুধু রহমানরূপে থাকেন না বরং প্রত্যক্ষ রহিমরূপে তিনি সৃষ্টির সর্বত্র ব্যক্ত হইয়া পড়েন। তখন শিষ্যও শুধু শিষ্য থাকেন না, নিজে গুরু পর্যায়ে উন্নীত হন- তথা মুক্তির দেশের চরম স্বাদ আস্বাদন করিয়া মোকামে মাহমুদা বা লা মোকামে স্থান লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তখন তিনি বিশ্বরবরূপী নূর মোহাম্মদের আর একটি আরশে পরিণত হইয়া যান এবং আলে মোহাম্মদ রূপে সৃষ্টিতে বিরাজ করেন। "কুলুবুল মোমেনীনা আরশাল্লাহ।" মোমিনের কলব আল্লাহর আরশ।

গুরুরূপে শিক্ষাদীক্ষা দানের এই প্রক্রিয়ায় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর বা রবের তথা সম্যক গুরুর যিনি রহমানরূপে গুরুভক্ত শিষ্যের নিকট পরোক্ষ মুক্তির শিক্ষাদাতা এবং রহিমরূপে শেষ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ মুক্তিদাতা দয়াল।

৩। ইয়াওম অর্থ একটি অনির্দিষ্ট কাল। রবরূপী আল্লাহ তথা সম্যক গুরুর পরিচয় প্রকাশ করিতে যাইয়া বলা হইতেছে যে, "তিনি ধর্মের কালের রাজা" অর্থাৎ কালজয়ী পরম পুরুষ, পরম স্বামী, ধর্মের কালের বন্ধন হইতে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত পুরুষগুরু।

দ্বীন অর্থ ধর্ম। যাহা মানুষকে সৃষ্টিতে ধরিয়া রাখে তাহাই ধর্ম। ধর্ম বলিতে যাহা একটি সত্তাকে সৃষ্টির মাঝে ধরিয়া রাখে উহাকে বুঝায়। এখানে মানুষের

ধর্ম বলিতে তাহার সপ্তইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া তথা চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, কথা, দেহ এবং মন দ্বারা দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, ভাব, স্পর্শ এবং অনুভূতি রূপে যাহা একটি মানুষের অস্তিত্বের মাঝে প্রবেশ করিয়া যে ভাবের উদয় ঘটায় উহাই সেই মানুষের ধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এইগুলিই মানুষকে সৃষ্টিতে ধরিয়া রাখে।

যাহারা এই ধর্মরাশিকে সঠিক নিয়মে গ্রহণ এবং বর্জন করিয়া তথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া একের পর এক দেখিবার মাধ্যমে জ্ঞানময় থাকিয়া আপন সত্তার মাঝে নূরে মোহাম্মদীর উপর কোনরূপে মোহের আবরণ পড়িতে দেন না তাহারাই ধর্মের কালের রাজা হইয়া থাকেন।

আর যাহারা অবাধে ধর্মরাশিকে গ্রহণ করিয়া নির্বোধের মত জীবন-যাপন করিয়া চলে তাহারা সেই ধর্মরাশির সাধ-সংস্কারে ডুবিয়া কালপ্রাপ্ত হয়।

বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকার ফলে বস্তুমোহ দ্বারা সাধ-সংস্কারে আটকা পড়িয়া মানুষ বারবার জন্মমৃত্যুর দুঃখ-জ্বালাময় জন্মচক্রে নিপতিত হইতেই থাকে। ইহারা ধর্মের কালের অধীন তথা ধর্মের কালের প্রজা হইয়া অনন্ত কাল সৃষ্টির মাঝে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় অবস্থান করে।

প্রতিটা ধর্মের সঙ্গে এক একটা কাল বিদ্যমান থাকে। সালাতের সাধকগণ সম্যক গুরুর শিক্ষা অনুযায়ী সাধনা করিয়া ধর্মের এই কালের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্জন করিয়া কালজয়ী হইয়া থাকেন।

তাই ধর্মের কালের যাহারা অধীন বা প্রজা তাহারা যদি ধর্মের কালের রাজা হইতে চাহে তবে তাহাদিগকে অবশ্যই একজন কালজয়ী মহাসাধক, মহাপুরুষ সম্যক গুরুর পানে ছুটিতে হইবে। একমাত্র সম্যক গুরুগণই মরার আগে মরিয়া যাইবার পদ্ধতি তথা "মুতু কাবলা আনতা মুতু"এর বিধান দাতা।

প্রথম তিনটি বাক্যে গুরুরূপী রবের শান ও মানের কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। পরবর্তী বাক্য চারিটিতে গুরুরূপী রবের প্রতি আমাদের দাসত্বের প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁহারই সাহায্যে সালাতের সঠিক পথ নির্ণয় করিয়া সেই পথে চলার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হইয়াছে।

৪। তাই আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি তাঁহারই এবাদত অর্থাৎ দাসত্ব করিবার জন্য এবং তাঁহারই প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি যাহাতে আমাদের

এবাদত কর্মে বা সালাত পালনে হাতে-কলমে সাহায্য করিয়া ভুলত্রুটি মুক্ত করিয়া তোলেন। আমাদের জীবনের সম্মুখস্থ বিপদাপদগুলি দেখাইয়া দিয়া যেই সিদ্ধ গুরু তাঁর ভক্তকে সাহায্য দান করেন তাঁহাকে মোস্তান বলে। তিনিই মোস্তান যিনি মুক্তিলাভ করা বিষয়ে নিজে সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া অন্যকে সেইরূপ সাহায্য দান করেন।

৫। সেরাতুল মোস্তাকীমের হেদায়েত চাহিবার অর্থ কি? সপ্ত ইন্দ্রিয় পথে দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি রূপে যাহা কিছু আমাদের ব্যক্তি সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে তাহা দ্বারা প্রলোভিত এবং চঞ্চল হইয়া উঠি। ধীর স্থিরভাবে সেগুলিকে এক এক করিয়া সালাতের সাহায্যে গ্রহণ-বর্জন করি না। ইহার ফলে ইন্দ্রিয় পথে কখন কি আসিল কি গেল জ্ঞাত হইতে না পারিয়া মোহযুক্ত হইয়া পড়ি। বিষয় মোহের এইরূপ শেরেক বা সংস্কার হইতে মুক্তির সাহায্য দাতা হইলেন একজন মোস্তান গুরু। তাঁহার নির্দেশ মত এবাদত করিলেই মুক্তির দ্বার খুলিয়া যাইবে।

৬+৭। সুতরাং আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা নিম্নরূপঃ- হে আল্লাহ, যাহারা তোমার নির্দেশিত পথে উক্তরূপ সালাত পালন করিয়া তোমার নেয়ামত প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের পথেই আমাদিগকে পরিচালিত কর। অপর পক্ষে, যাহারা সালাতের এই পথ অবলম্বন না করিয়া শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং জীবনের সঠিক দিক হইতে ভ্রান্ত হইয়াছে তাহাদের পথে যেন না যাই।

ভ্রান্তি শব্দের উপরে বড় মদ আছে। ইহাতে বুঝায় সর্ব বিষয়ে ভ্রান্ত মানুষকে অনুসরণ করা নিষেধ। সেরূপ করিলে জাহান্নাম হইতে মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। যাহারা সালাতী বা আমানু অর্থাৎ সাধক পথিক তাহারা ইন্দ্রিয়-দ্বার পথে আগমনকারী সকল বিষয় দ্বারা বিভ্রান্ত নয়। ইহাদের অংশ বিশেষের উপরে সালাত কর্মে লিপ্ত থাকে। এইজন্য তাহাদিগকে অনুসরণে দোষ নাই। অপরপক্ষে একজন কাফের কোন একটি বিষয়ের উপরেও সালাত করে না, এইজন্য তাহার অনুসরণ করিলে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এখানে যেমন সদা-ভ্রান্তদিগ হইতে সাবধান করা হইতেছে তেমনই অন্যত্র সদা শেরেককারীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে (৪:১৪৪)। এর কারণ সিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত সকল

মানুষই ভ্রান্ত পথের পথিক এবং অংশীবাদী। সুতরাং চিরকাল ইহাদের নির্দেশিত পথে চলিলে বা সব সময় অংশীবাদীকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে মুক্তির দিশা পাওয়া যাইবে না। জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ থাকিতেই হইবে।

অপরপক্ষে, মানব জীবনের বিরাট অংশে মোশরেকদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতেই হইবে নতুবা মানব জীবন অচল ও অসম্ভব। সেইরূপ একই কারণে বিভ্রান্তির পথে মানুষ চলিতে বাধ্য। শিরিক ব্যতীত জগৎ ও জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব। সুতরাং ভ্রান্তি ও অংশীবাদ সীমিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে সালাত প্রক্রিয়ার সাহায্যে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, সাধারণ একজন মানুষ জন্মকাল হইতে ১০/১২ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ তাহার সালাত আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত সে একজন মোশরেক। তাহার মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয় পথে আগমনকারী যতসব ধর্মরাশি তাহার বাহির ও ভিতর হইতে গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার কিছুই জাকাত অর্থাৎ বর্জন করে নাই। সালাত ও শিরিক সম্বন্ধে তাহার চৈতন্যের উদয়ই হয় নাই। সুতরাং সে একজন নির্ভেজাল এবং নির্বোধ মোশরেক।

সালাতের অনুশীলন দ্বারা তার চৈতন্যের উদয় হইতে থাকিবে এবং জীবনের প্রথম অংশের সঞ্চিত ধর্মরাশির শেরেক মনমস্তিষ্ক হইতে ক্রমশ মুছিয়া যাইতে থাকিবে। পরিণামে সে মোমিন ও মুসল্লিরূপে গণ্য হইতে পারিবে।

সূরা ফাতেহার সংক্ষিপ্ত একটি বিশ্লেষণ

সূরাটির দুই অংশ ঃ এক অংশে আল্লাহর পরিচয় অপর অংশে তাঁর প্রতি আমাদের করণীয় কর্তব্য। প্রথম অংশে আল্লাহর কর্মকাণ্ডের স্বরূপ, রবরূপে তাঁর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য এবং তাঁর অবস্থান ব্যক্ত করা হইয়াছে। পরিশেষে কালের উপরে তাঁহার রাজত্ব পরিচালনার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। সুতরাং কালকে জয় করিবার শিক্ষা তাঁহার শাসনাধিন থাকিয়া তাঁহা হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অংশে রহিয়াছে, মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর প্রতি আনুগত্য এবং দাসত্বের প্রতিশ্রুতি দানপূর্বক সুপথে চলার অঙ্গীকারে আবদ্ধ থাকিয়া সকল বিষয়াশয়ের নেয়ামত লাভের জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনা করা অর্থাৎ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। যেহেতু আগমনকারী বিষয়াদির মধ্যে সাধকের জন্য যেমন রহিয়াছে মুক্তি পথের নেয়ামত তেমনই অসাধকের জন্য রহিয়াছে বিভ্রান্তির গজব বা শাস্তিঃ সেইহেতু সাধন বলে কালজয়ী হইতে হইবে। সেরাতুম মোস্তাকীমের শিক্ষা অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া ধর্মের কাল জয় করিতে না পারিলে কিছু না কিছু শাস্তির অংশ গ্রহণ করিতেই হইবে।

অপরপক্ষে, ধর্মরাশির কালজয়ী মহাবীর মহাপুরুষ হইতে পারিলে নিজের মধ্যেই অবস্থিত পরম সত্যের সকল দ্বার উদঘাটিত হইবে, রবের গৃহ, এই মানব দেহ, স্বর্গীয় নূরে নূরময় হইয়া উঠিবে এবং আপন সত্ত্বার মধ্যেই মহাপ্রভুর মহাবিকাশ সম্পন্ন হইবে। সূরাটির নামের অর্থ "দ্বার উদঘাটিকা" আমাদের জন্য সার্থক হইয়া উঠিবে।

**"বক্ষে আমার কাবার ছবি
চোক্ষে মোহাম্মদ রসুল"**